হইতে পারিতাম না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকে শ্রীমহাদেবকে শ্রীহরির সখা ও প্রিয়তম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীবৈষ্ণব হইয়া হরি ও হরে সমদর্শী হইলে কিন্তু ভক্তিলাভ হয় না। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীবৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীশঙ্করে ও শ্রীহরিতে প্রিয়তাদৃষ্টিই রাখিতে হইবে। স্বতন্ত্র ঈশ্বরভাবে উপাসনা করিলে শৈব সংজ্ঞায় পরিগণিত হইবে। শ্রীশঙ্করের ঈশ্বর ও ভক্তভাবের সত্তা আছে। তন্মধ্যে যাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা শৈব আর যাঁহারা ভক্তিভাব অবলম্বনে উপাসনা করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব। স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীশঙ্করকে উপাসনা করিলে কেবল ভক্তিলাভ হয় না—তাহাই নহে, কিন্তু প্রত্যবায়ও ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে বৈষ্ণবতন্ত্রে লিখিত প্রমাণ যথা—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্য দর্শিনঃ,

অর্থাৎ শ্রীহরিতে একাগ্রমনা হইয়াও যদি শ্রীবিষ্ণুর সহিত শ্রীশিব, ব্রহ্মা প্রভৃতির অভেদদর্শী হয়, তাহা হইলে সেই জড়বুদ্ধি মানবগণ শ্রীহরির ভক্তিলাভ করিতে পারিবে না। এই প্রমাণে শ্রীহরির সহিত শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণের অভেদ-দৃষ্টিকারীর যে ভক্তিলাভ হয় না, তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল। উভয়ে তুল্য দৃষ্টিকারীর যে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, তাহাও ঐ বৈষ্ণবতন্ত্র হইতেই দেখাইতেছেন। যথা—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ যে জন পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণের সহিত সমান রূপেই দেখে, সেজন নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইবে। অতএব, শাস্ত্রে যে যে স্থানে হরি হরে অভেদ-দৃষ্টিপর বচন আছে, সে সমস্ত বচনই শান্তভক্ত-জ্ঞানীপরই বুঝিতে হইবে। যেমন ১২।১০।২০—২১—২২ শ্লোকে শ্রীশিব-বাক্য—হে মার্কণ্ডেয়! সে সকল ব্রাহ্মণ সদাচারসম্পন্ন, মাৎসর্য্যাদিরহিত, সর্ব্বভূতে বাৎসল্যযুক্ত, আমাদের প্রতি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রতি) একান্ত ভক্তিমান্ অথচ নির্বৈর এবং সমদর্শী, এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে লোকপালগণসহ চতুর্দ্দশ ভুবনবাসী লোকসমাজ বন্দনা করে, অর্চ্চন করে এবং উপাসনা করে। কেবল তাহারাই উপাসনা করে—তাহা নহে, আমি ব্রহ্মা অধিক কি স্বয়ং ভগবান্ ঈশ্বর হরিও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে বন্দন অর্চ্চন ও উপাসনা করিয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহারা আমাতে (শিবে) ব্রহ্মাতে ও অচ্যুতে কিছুমাত্র ভেদদৃষ্টি করে না এবং আপনার সহিত